২১-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করতে, সেই শৃঙ্গার কায়েম রাখতে মায়ার কাছে কখনই পরাজিত হবে না ।"

প্রশ্ন :- কি এমন ক্ষুদ্র কথা আছে যা নিশ্চয়বুদ্ধির বাচ্চাদের থেকে "নিশ্চয়" ভেঙে সংশয়বুদ্ধির বানিয়ে দেয়?

উত্তর :- নিশ্চয়বুদ্ধির বাচ্চারা যদি চলতে ফিরতে কোনো ক্ষুদ্র ভুলের বিভ্রমের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় আর সেই কারণেই তাদের নিশ্চয়বুদ্ধি ভেঙে যায় । শ্রীমতে চলাকালীন বিভ্রম উৎপন্ন হলে মায়া এসে সংশয়বুদ্ধির বানিয়ে দেবে । যে সংশয়বুদ্ধির হয়ে যায় সে সার্ভিস করতে পারে না আর তারা বিকার থেকে বিজয়ী হওয়ার জন্য মেহনতও করে না । এই রকম দুর্বল বাচ্চাদেরকে দয়ালু বাবা এই রায় দেন যে, বাচ্চারা যদি বিকার তোমাদের কষ্ট দেয় , আর সার্ভিসও না করো, তাহলে বাবাকে তো অন্তত স্মরণ করো ।

গান :- তুমিই মাতা, তুমিই পিতা.....

ওম্ শান্তি । এটা কার্ মহিমা ? মাতা পিতার । তোমরা সেই মাতা পিতার সন্তান । ওঁনাকে বলা হয় বেহদের রচয়িতা । কত ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা আছে । জগত অম্বা আর জগত পিতা, ব্রহ্মারও চিত্র আছে । কেবল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র বানানো হয়েছে । তোমরা তো জানো যে বিশ্বের আদি অর্থাৎ সত্যযুগে অগাধ সুখ ছিল । এখন আবার বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্সা নিচ্ছি । এই মহিমা লৌকিক মা বাবার হতে পারে না । এ হল বেহদের মা বাবার কথা । পরমপিতা পরমাত্মাকেই মাতা পিতা বলা হয় । কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার । এটা তো অনেকবার বোঝানো হয়েছে যে নতুন রচনা, নতুন ধর্মের জন্য এই নতুন জ্ঞান । দেবী দেবতার ধর্ম এখন নেই । কেউ বলবে না যে আমাদের দেবী দেবতার ধর্ম, কেননা সেটা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল । এখন তো সব বিকারী আর ধর্ম সব প্রায় নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা, তবেই তো আবার করে সেই ধর্মের স্থাপনা করার জন্য বাবাকে আসতে হবে । এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা আর তাঁর বর্সা স্মরণ করতে হবে। বর্সার (উত্তরাধিকার) জন্য মায়ের গর্ভ হতে জন্ম নিয়ে তারপর বাবাকে স্মরণ করা হয় । জন্ম তো হল কিন্তু কার মাধ্যমে ? মায়ের থেকে জন্ম নেওয়া হয় । এটা এমন যে — মায়ের মাধ্যমে তোমরা সন্তান হয়েছ । বর্সা (অধিকার) নেওয়ার জন্য স্মরণ করো শিববাবাকে , মাকে মাধ্যম করে নিয়ে । কিন্তু কেউ কেউ এতে নিশ্চয় বিশ্বাসী থাকে আবার কেউ তা থাকে না, মায়া বিভ্রান্ত করে ফাঁদে ফেলতে থাকে । কোথাও না কোথাও ফাঁদে পড়ে যায় । যারা শ্রীমতে চলে না তারা নিজেদের ভুলের বিভ্রমে ফেঁসে যায়, নিশ্চয় বিশ্বাস থাকলে অন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দেবে । শুনতে হবে আর শোনাতে হবে । কেউ বলে যে আমি সার্ভিস করতে পারি না । প্রজা না থাকলে রাজাও থাকবে না । আচ্ছা, আর কিছু না করলেও কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো । স্বর্গে পৌঁছে যাবে । ভালো বিকার প্রাপ্ত করার জন্য মেহনত না করলেও, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গে পৌছে যাবে, কিন্তু পদমর্যাদা কম হবে ।

বাবা বোঝাচ্ছেন — এখন ভক্তির পার্ট সমাপ্ত হওয়া দরকার । ভক্তির ফল প্রদান করতে বাবা এসেছেন । তোমরাই নম্বর অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভক্তি করেছ । প্রথমে শিববাবার তারপর ব্রহ্মার, বিষ্ণুর, শংকরের । দেখো এখন কত অলিতে গলিতে মন্দির বানানো হয়েছে, কত সৎসঙ্গ হয় । এই মুহূর্তে এখানে এইসব জিনিস অনেক আছে, কিন্তু পরে সেখানে এই সব কিছু আর থাকবে না । একটাও মন্দির থাকবে না । এখন তো ভক্তির কত সামগ্রী আছে । দ্বাপর, কলিযুগ হল ভক্তি মার্গের যুগ, তমোপ্রধান হওয়ার যুগ । এখন বাবা এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে দেন । বাবা বলেন – খারাপ কিছু শুনবেও না, কিছু দেখবেও না (hear no evil, see no evil).. দেহ সমেত এই সমস্ত কিছুর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও । এখন তোমাদের নতুন ঘরে যেতে হবে । যখন স্থাপনা হয়ে যাবে তখনই তো যাবে, তাই না — এটা হল পুরানো দুনিয়া, দুঃখধাম । এটা হল অন্তিম জন্ম । এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে বসে আছ। মাতা পিতার কোলে বসে আছ । নিয়ম মাফিক বাবা, ব্রহ্মা-মুখ নিঃসৃত তোমাদের জন্ম দেন, তাহলে ইনি তো তোমাদের মা হয়ে যাবেন, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকেই চলে যায় । তুমিই মাতা তুমিই পিতা, আমরা তোমার সন্তান.... শিববাবার দিকে সব প্রেম প্রীতি ধাবিত হয় । তোমরা তো আবার সজনীও (brides) I শিববাবা এসেছেন, তোমাদের শৃঙ্গার করে যথা যোগ্য করে তুলতে । জ্ঞান আর যোগের দ্বারা বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শৃঙ্গার করেন । কেবলমাত্র তোমরাই নও, এই আওয়াজ তো সমস্ত সেন্টারে শোনা যায় । হাজার হাজার জন শুনতে থাকে । সকলের শৃঙ্গার হয়ে চলছে । কতজন তো শৃঙ্গার করতে করতে আবার ময়লা হয়ে যায় । বাবা গাধার উদাহরণ দেন না? বাচ্চারা তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... হতে হবে । বারংবার মায়ার কাছ থেকে হার স্বীকার করা ঠিক নয় । তোমরা বলো যে, বাবা আজ মায়া থাপ্পড় মেরে দিয়েছে । বাবা বলেন যে তুমি কুলকে কলঙ্কিত করে দিচ্ছ । বাবার নিন্দা করা মানেই বাচ্চাদেরও নিন্দা করা হয় । সেই কারণে আরও নীচে নেমে যাবে । এই কাম মহাশত্রুর থেকে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করতে হবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সেই জন্য নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক বানাবেন । যারা এই সহজ রাজযোগ শিখবে, তারাই স্বর্গে যাবে । এমন না যে সবাই স্বর্গে যাবে । যদিও এটা বোঝে যে নতুন দুনিয়া গড ফাদার রচনা করেন, কিন্তু নতুন দুনিয়ায় কে রাজত্ব করবে – এই রহস্য ভেদ হয় তখনই যখন কেউ বুঝিয়ে দেয় । যদিও জানা আছে যে ভারত প্রাচীন, কিন্তু যথার্থ ভাবে ভারতবাসী নিজেই জানে না, তাহলে অন্যকে কি করে বলবে । তোমরা জানাতে পারো যে ভারতের মতন পবিত্র ভূখণ্ড আর কোথাও হতে পারে না । ভারতের মতন সমৃদ্ধশালী ভূখণ্ড আর কোথাও নেই । বর্তমানে আমেরিকার কাছে অনেক ধন সম্পদ আছে কিন্তু ভারতের তুলনায় এরা তো কানা কড়ি মাত্র । ভারত হল সব ধর্মের তীর্থস্থান । সব আত্মাদের বাবা এখানে আসেন, নরককে স্বর্গ বানাতে । সবাইকে মুক্তি দিতে । ওঁনারই তো মহিমা । ফুলও ওঁনাকে অর্পণ করা উচিত । কিন্তু গীতাতে নাম হারিয়ে গেছে, এই জন্য ওঁনার মহত্ব কম হয়ে গেছে । ক্রিশ্চানরা অনেক ভুল ধারণার কথা শুনেছে তারপর তারা গ্লানিময় বার্তা দিয়ে নিজেদের ধর্মে অনেককে ধর্মান্তরিত করে দেয় । কতজন খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এটা তো কল্প কল্প ধরে হতে থাকছে । বাবা বলেন যখন এমন ধরণের ধর্মের গ্লানি শুরু হবে তখনই আমার আবির্ভাব হবে আর তখন আমি ভারতকে হীরে তুল্য বানিয়ে দেব । বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখ প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের স্থাপনা হয় । উনি হলেন শিববাবা । তোমরা হলে শিব শক্তি ভারত মাতা আর তোমরা হলে গুপ্ত । তোমরা, শিব শক্তি সেনাদের মানুষ কি করে বুঝবে । তোমরা সবসময় এটা জানো যে আমরা হলাম শিবশক্তি পান্ডব সেনা । এখন এক নতুন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে । এ হল পুরানো পতিত দুনিয়া, আর ওটা হল পবিত্র নতুন দুনিয়া ।

এই পতিত দুনিয়ায় পবিত্র কেউ হতে পারবে না । শাস্ত্রে কত কিছু লেখা হয়েছে । যারা এই সব শোনায় তারা খুব বুদ্ধিমান হয় । শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছে, আবার সাত দিবসের পড়াশোনা করেছে । রুদ্র যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা করে থাকে । এই সব সত্ত্বেও দুনিয়া তমোপ্রধানে পরিণত হবেই । যা কিছুই করা হোক না কেন, ফেরত যেতে হবে একদিন । মানুষের মধ্যে জ্ঞান তো নেই কিন্তু তাদের শাস্ত্রের সুন্দর জ্ঞান শুনতে ভালো লাগে । তোমাদের এখন আর এই সব ভালো লাগে না তাই বাবা বলেন – খারাপ কোনো কিছু শুনো না (hear no evil).... কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, শ্রীমতে চলো তাহলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । আসুরী মতে চললে অসুরই হয়ে যাবে । ওটা হলো রাবণ মত । সাধারণ মানুষ রাবণ মতে থাকে তাইতো রাবণকে দহন করতে থাকে । বাবা সমস্ত কথা বসে থেকে খুব ভালো ভাবে বোঝান । বীজ আর ঝাড়ের জ্ঞান আছে, একে কল্প বৃক্ষ বলা হয় । এর আয়ু পাঁচ হাজার বছরের । যদি সত্যযুগ লাখো বছরের হয় তাহলে তো হিন্দু অনেক অনেক হওয়া উচিত।

এখন বাচ্চারা তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে বিনাশ তো হবেই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকবে । একে ওরা আবার বলে ঈশ্বরীয় (গডলি) দুর্যোগ । কিন্তু ঈশ্বর থোড়াই দুর্যোগ আনেন । এটা তো ড্রামাতে গাঁথা আছে । বিনাশ না হলে নতুন দুনিয়া কেমন করে রচিত হবে । মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারাই তো দ্বার খুলে যাবে । বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করছে, গন্তব্যস্থল অনেক কঠিন । কেউ কেউ আবার সাহস করতে পারে না । দেখো, গতকালই বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে এই মৃত্যু লোকে এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম । এখন আমি অমরলোকের অধীশ্বর বানাতে এসেছি । এই অন্তিম জন্মে বাবার কথা শোনো । পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । লৌকিক বাবার সন্তান যদি তার কথা না শোনে, তাহলে লৌকিক বাবা বলে যে তুমি কুপুত্র । বাবা তো সর্বশক্তিমান, ওঁনার আদেশ অনুযায়ী চললে ওঁর সাহায্যও প্রাপ্ত হবে, তখন বাচ্চারা বলে ঠিক আছে ভেবে দেখব । আরে! কালই যদি শরীর ছেড়ে যায় তাহলে তো বর্সা প্রাপ্ত হবে না । পাঁচ বিকারের অসুখ খুব কঠিন । মায়া সবাইকে রুগী বানিয়ে দিয়েছে । এখন বাবা বলেন আমার শ্রীমতে চলো । মায়া তো অনেক পাপের চিন্তা নিয়ে আসে, অনেক তুফান আসে । দেউলিয়া হয়ে যাবে । এরপর বলবে যে, বাবার হয়ে গিয়ে কি হাল হয়েছে ! কিন্তু বাবা বলেন যে তোমরা তো শিববাবাকে সব অর্পন করে দিয়েছ, তোমরা তো ট্রাষ্টি হয়ে গেছ । উনি তোমাদের সব হিসাব বুঝিয়ে দেবেন । তোমরা চিন্তা কেন করছ ।

তোমরা তো এখন জান যে ভারতের তরী এখন ডুবে আছে, বাবা এসেছেন উদ্ধার করতে । বাবা ব্যতীত স্বর্গ কে বানাবে! বলা হয় যে দ্বারকা জলের নীচে ডুবে গেছে, এখন ওপরে কেমন করে আসবে । কুমীর, কচ্ছপ ওপরে আনবে কি ? এ হল ড্রামার চক্র, যা আমাদের বুঝতে হবে । সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ যখন ওপরে থাকে, তখন কলিযুগ নীচে চলে যাবে । সৃষ্টি চক্রের চিত্র এতো বড় বানানো দরকার যত বড় একটা ফুল সাইজ আয়না হয় । বাবা বলেন — বাচ্চারা আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে থাকো, আর দেখো যে বাঁদর সমান হয়ে যাচ্ছ না তো ! যার মধ্যে বিকার আছে সে বাঁদরের থেকেও কুৎসিত । দেবতারা তো মন্দিরের যোগ্য । বাস্তবে সন্ন্যাসীদের জন্য কখনো মন্দির বানানো হয় না । মন্দির কেবল দেবতাদের জন্যই হয় কেননা দেবতাদের আত্মা আর শরীর দুই – ই পবিত্র হয় । এখানে পবিত্র শরীর তো পাওয়া যায় না । মানুষ কত যজ্ঞ রচনা করে, কথা বা ব্রত শুনতে থাকে । বাবা তো একটাই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেন, যাকে রুদ্র যজ্ঞ বলা হয় । এই যজ্ঞ থেকেই বিনাশের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে, বাকী সব যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যায় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই বিখ্যাত, শিব জ্ঞান যজ্ঞ নয় । রুদ্রের আর শালগ্রাম শিলার পূজো করা হয় ।

কত শালগ্রাম শিলা বানানো হয় । কিন্তু শিব তো এখানেই বানানো হয় । প্রজা তো অনেক অনেক হবে, কিন্তু এতো তো খোড়াই বানাতে পারবে । শিববাবা আর বাচ্চারা তোমাদের পূজো করা হয় কেননা তোমরা সমগ্র দুনিয়ার মুক্তি প্রদান করো। তোমরা হলে শিব শক্তি — উদ্ধারকারী (Salvation army) সৈন্যদল । এমন অনেক আছে যারা নিজেকে সর্বোদয়া লীডার বলে । আর সমগ্র দুনিয়ায় তো দয়া কেউ করতে পারে না । সবার ওপরে দয়া করবেন একমাত্র দয়াময় শিববাবা । মানুষ নাম তো অনেক বড় বড় রাখে । সকলের ওপর দয়া অথবা কৃপা করা অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাওয়া — এই কাজ তো একমাত্র পরমাত্মাই করেন । সবার গতি সদগতি দাতা হলেন একমাত্র শিববাবাই । মানুষ কারোর সদগতি করতে পারে না । একজনেরও করতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার । তোমাদের বলে যে তোমরা শাস্ত্র মানো না । যদিও তারা আমাদের সামনে আছে, চোখের সামনে রয়েছে, তাহলে কেমন করে মানব না ! কিন্তু এখন আমরা শ্রীমতে চলছি , যার ফলে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাব । শ্রীমত হল ভগবানের, কৃষ্ণের মত অনুযায়ী চলা হয় না । কৃষ্ণের আত্মা পূর্ব জন্মে শ্রীমত অনুসরণ করে এমন শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়েছিলেন, তত ত্বম্ । ওনার রাজধানী ও তো থাকবে । একা কৃষ্ণ কি করবেন ! কাঁটা থেকে ফুল বাবা ব্যতীত আর কেউ বানাতে পারবে না । বাবা যখন এসেছেন তখন স্বর্গের রচনাই তো হবে, তাই না । তা নাহলে অবতার নেবার কি দরকার ছিল । নিশ্চয়ই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন আর এখন আবার স্বর্গ রচনা করছেন । ওখানে (সর্গে) মন্দির ইত্যাদি হবে না । তোমরা জানো যে বাবা ভারতে এসেছেন, ভারতকে স্বর্গ বানাতে । বাবা বুঝিয়েছেন মায়ার তুফান তো সবার কাছে আসবে । বাবাকে জিজ্ঞেস করো । জ্ঞান আর যোগের অনুভবের কথা জিজ্ঞেস করো । সংকল্প যা বিকল্প হয়ে যায়, সেই অনুভবের কথাও ওঁনাকে জিজ্ঞেস করো । বাবা সবার সামনে থাকেন, তাহলে এই তুফানও বাবার সামনে দিয়েই প্রথমে যাবে । আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তা সত্বেও মায়ার প্রকোপ কম হয় না। যত শক্তিশালী তুমি হবে ততই মায়ার প্রকোপ বেশি হবে, ভয় পেয়ো না । তোমরা লেখো যে বাবা মায়াকে বলো যে আর যেন যন্ত্রণা না দেয় । কিন্তু মায়া তো তুফান পাঠাবেই, ভয় পেয়ো না। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবাকে সম্পূর্ন হিসাব দাও, ট্রাস্টী হয়ে সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে । বাবার আদেশে পুরোপুরি অনুসরণ করে সাহায্যের পাত্র হতে হবে ।

২) মানুষের ডুবন্ত তরীকে উদ্ধারকারী সৈন্য হয়ে পার করতে হবে । বাবার সাহায্যকারী হয়ে পূজনীয় হওয়ার যোগ্য হতে হবে ।

বরদান :- যথা সময়ে যোগের শক্তির প্রয়োগকারী এবং" স্ব"-এর সংস্কারক তথা সংসার পরিবর্তক ভবঃ

যেমন যোগ করতে আর করানোর জন্য যোগ্য হয়েছ তেমনি যোগের প্রয়োগ করার জন্য যোগ্য হও। সর্ব প্রথম নিজের সংস্কারের ওপর যোগের শক্তি প্রয়োগ করো কেননা তোমার শ্রেষ্ঠ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত । তাহলে চেক করো যে কোনও সংস্কার সময়ে সময়ে ঠকাচ্ছে না তো? যেমনই ব্যাপার হোক না কেন, ব্যক্তি বা বায়ুমণ্ডলে হোক, শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে পরিবর্তন করে সাধারণ বা ব্যর্থ হতে দিও না । যে নিজের সংস্কারকে পরিবর্তন করে নিতে পারে সে-ই সংসারের পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়ে যায় ।

স্লোগান :- নিজের নম্বর আগে রাখতে হলে স্বভাব সহজ করো আর পুরুষার্থে মনোযোগী হও ।